বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

বরেন্দ্র ভবন
সেনানিবাস সড়ক
আমবাগান, রাজশাহী-৬০০০

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
www.bmda.gov.bd

(ক) ভূমিকা : প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, রূপকল্প (Vision), মিশন (Mission)

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসির অধীনে 'বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)' গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুন:খনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)' গঠিত হয় এবং 'বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায়' অনুমোদিত হয়। এ দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকুপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকূপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

লক্ষ্য

১) বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্য ভাণ্ডারে রূপান্তর।
২) মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দিঘী পুন:খনন।
৩) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

১) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
২) কৃষি যান্ত্রিকিকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
৩) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ;
৪) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৫) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
৭) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

রূপকল্প (Vision)

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষরোপণ।

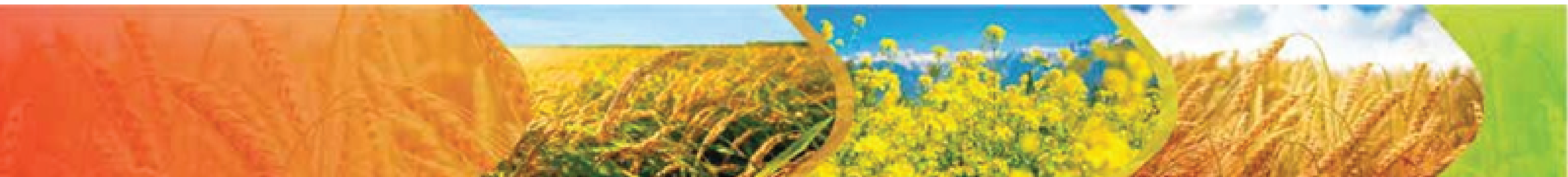

(খ) জনবল

ছক-১ : প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্য পদের তথ্য:

ক্র: নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড-১	-	১	-	# কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৮১১ জন জনবল রয়েছে। ১ম শ্রেণী-১০৩, ২য় শ্রেণী-১৫৭, ৩য় শ্রেণী-৪৪৩ এবং ৪র্থ শ্রেণী-১০৮ জন কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।
২	গ্রেড-২	-	-	-	
৩	গ্রেড-৩	-	৩	-	
৪	গ্রেড-৪	-	৭	-	
৫	গ্রেড-৫	-	২৪	-	
৬	গ্রেড-৬	-	১	-	
৭	গ্রেড-৭	-	-	-	
৮	গ্রেড-৮	-	-	-	
৯	গ্রেড-৯	-	৬৭	-	
১০	গ্রেড-১০	-	১৫৭	-	
১১	গ্রেড-১১	-	৬৯	-	
১২	গ্রেড-১২	-	৮৯	-	
১৩	গ্রেড-১৩	-	৩০	-	
১৪	গ্রেড-১৪	-	২৪৮	-	
১৫	গ্রেড-১৫	-	-	-	
১৬	গ্রেড-১৬	-	১	-	
১৭	গ্রেড-১৭	-	-	-	
১৮	গ্রেড-১৮	-	-	-	
১৯	গ্রেড-১৯	-	১১৪	-	
২০	গ্রেড-২০	-	-	-	
মোট=		-	৮১১		

অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি : কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি হয়নি।

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২ : (ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র: নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড-১-৯	৬২	-	২২	-	৮৪	
২	গ্রেড-১০	৮	-	৩৫	-	৪৩	
৩	গ্রেড-১১-২০	৯	-	১২৫	-	১৩৪	
মোট =		৭৯	-	১৮২	-	২৬১	

ছক-২ : (খ) মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র: নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড-১-৯	-	-	৩ (এমবিএ)	৩	
২	গ্রেড-১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড-১১-২০	-	-	১ (এমবিএ)	১	
মোট =		-	-	৪	৪	

ছক-২ : (গ) বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র: নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড-১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড-১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-	
	মোট =	-	-	-	-	

ছক-৩ : ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য : কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ:

কার্যাবলি

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০২১-২২ অর্থবছর	জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিভুত
খাস খাল/খাড়ি পুন:খনন (কিমি:)	৮৯.০০	২১৫২.৮২
খাস পুকুর পুন:খনন (টি)	২৪৩	৩৬০০
বিল পুন:খনন (টি)	১	২
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	১	৭৪৮
নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি)	--	১১
খননকৃত পাতকুয়া সোলার সিষ্টেম স্থাপন (টি)/সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন	৪৪ /১৭৬ কিলোওয়াট	৫৭৯/১৪২৬ কিলোওয়াট
সেচযন্ত্রে (খখচ) সোলার সিষ্টেম স্থাপন (টি)/সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন	৬৩ /৯৪৫ কিলোওয়াট	২৩১/৩৩০০ কিলোওয়াট
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (সোলার+বিদ্যুৎ) (টি)	১১০	৭১১
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	--	৪৩৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (কিমি.)	১২৬.০০	১২৪৮০.৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ (কিমি.)	১৮৬.৫৫	১৩৪৫.০০
ফিতাপাইপ সংগ্রহ (মিটার)		২৭৯৬০০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (মিটার)		৪০৩৫
ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ (টি)	৯	২৬
লাইট কালভার্ট নির্মাণ (টি)		৮
ড্রেনেজ ক্যানেল ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ (টি)	৩১	৫৯
বীজ উৎপাদন (প্রতি বছর) (মেট্রিক টন)	৬০০	৭০০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	--	১১৪৪
বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি) :		০
ফলদ, বনজ ও ঔষধী	১.৮২	২৬০.২১১
তাল বীজ	--	৩৭.৫৪
অপ্রচলিত ফলের চারা রোপণ (টি)	৯৩৬২৮	১৩৮৬২৮
অপ্রচলিত ফসলের বীজ ক্রয় (কেজি)	৫০০	৮০২
প্রদর্শনী খামার স্থাপন (টি)	২৬	২৬
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১২৭৫	১৫২৩৭২
গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	--	১১১৮৫
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি)	১৮	১৬২৬২

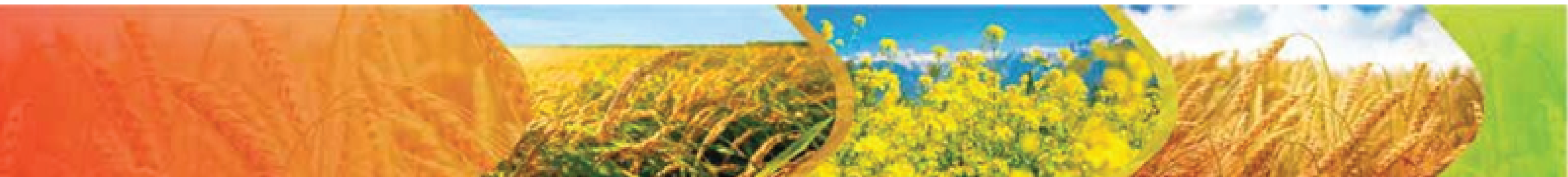

খাল, পুকুর ও অন্যান্য জলাধার পুন:খনন

সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি পানি সংরক্ষণ কাঠামোসহ (ক্রসড্যাম) ৮৯ কি.মি. খাল, ২৪৩টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ১টি বিল পুন:খনন করে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ১৫৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত প্রায় ৫৭৬০ মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা হয়েছে।

এলএলপি স্থাপন

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুন:খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে ৪৭টি বিদ্যুৎ চালিত ও ৬৩টি সৌরশক্তিচালিত মোট ১১০টি এলএলপি স্থাপন করে অতিরিক্ত প্রায় ২৯০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ৬৩টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপি'তে প্রায় ০.৯৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

পাতকুয়া (Dugwell) খনন

৪৪টি পাতকুয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপন করে সেখানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে এবং সৌরশক্তি দ্বারা সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমন: আলু, পটল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ৪৪টি সৌরশক্তিচালিত পাতকুয়াতে প্রায় ১৭৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ

খননকৃত পাতকুয়ায় ১৫.৮৫ কিমি. এবং খাল, বিল, দীঘি, পুকুর ও নদীর পাড়ে স্থাপিত এলএলপিতে ১২৬ কিমি. ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন নির্মাণ ও ১৮৬.৫৫ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন সম্প্রসারণ করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ৩৬৫০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রাায় ১৯৫০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশন নালা নির্মাণ

৩১টি পানি নিস্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধ জমির পানি খালে প্রবেশ করিয়ে তা সেচকাজে ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে চাষাবাদের উপযোগী করে অধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফুটওভারব্রীজ ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ

জমিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল, কৃষি যন্ত্রাংশ, অন্যান্য মালামালসহ হালকা যানবাহন ও গরু-ছাগল সহজে পারাপারের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাল ও পানি নিষ্কাশন নালার উপর ৯টি ফুটওভার ব্রীজ ও ১০টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসল সহজে ঘরে নেয়াসহ বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছে।

অপ্রচলিত ফলের চারা ও ফসলের বীজ সরবরাহ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন

অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ৯৩৬২৮টি ফলের চারা রোপণ ও ৫০০ কেজি ফসলের বীজ সরবরাহ করে বরেন্দ্র এলাকার কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসলের বানিজ্যিক চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষকের আয় বহুগুন বৃদ্ধি পাবে, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সার্বিক পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে চিয়াসীড, মিষ্টিভুট্টা, জব, চীনাবাদাম ইত্যাদি মাঠ ফসলের ১১টি; আলুবখারা, তেজপাতা ইত্যাদি মসলা জাতীয় ফসলের ৪টি, বেভারেজ জাতীয় ফসল কফি এর ১টি এবং হলুদ বারহী খেজুর, লংগান, পাসিমন, এভোক্যাডো, তাইওয়ানী আম (গ্রীন ও রেড), ড্রাগন ইত্যাদি ফলের ১০টি মোট ২৬টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে।

সেচযন্ত্রের ব্যবহার

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১৬১০৩টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ১৫৪৯৬টি ও এলএলপি ৬০৭টি) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো,আমন ও আউশ মৌসুমে ৫.৩২৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৪১.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন

৬০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতীর ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। যা অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বনায়ন

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্রে ১.৮২ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতীর ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে, যা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversifica:ion), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসল চাষাবাদ, সেচকাজে পাতকুয়ার পানি ব্যবহার পদ্ধতি, AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে ১২৭৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অফিস ভবন নির্মাণ

দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলায় ২টি এবং দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় ১টি মোট ৩টি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেয়া হলো :

১।	প্রকল্পের নাম : ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই,২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ১৭৫৫৭.৫২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য: খাস মজা খাল পুন: খননের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির জলাধার বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, সেচ কাজে ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাসকরণ ও রিচার্জ বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ এবং ৪৭৭ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি নিষ্কাশনসহ ৭২৫৭ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের মাধ্যমে ৩০৮১৬ মে: টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২৮৮৬.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ২৮৪৭.২৮ লক্ষ টাকা (৯৮.৬৬%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
২।	প্রকল্পের নাম : পুকুর পুন:খনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ১২৮১৮.৭৫ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : সরকারি খাস মজা পুকুর/দিঘী পুন:খনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির পুন:ভরণে সহায়তা ও বহুমুখী কাজে ব্যবহারোপযোগীকরণ এবং ৩০৫৮ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮৩৪ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল ও ১০৮৮ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মৎস্য উৎপাদন । ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩২০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৩।	প্রকল্পের নাম : ভূউপরিস্থ পানির সর্ব্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০২৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ২৫০৫৬.৬৩ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : খাল/বিল/পুকুর পুন: খননের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে ১০২৫০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ও ৮৩৪০০.০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন।

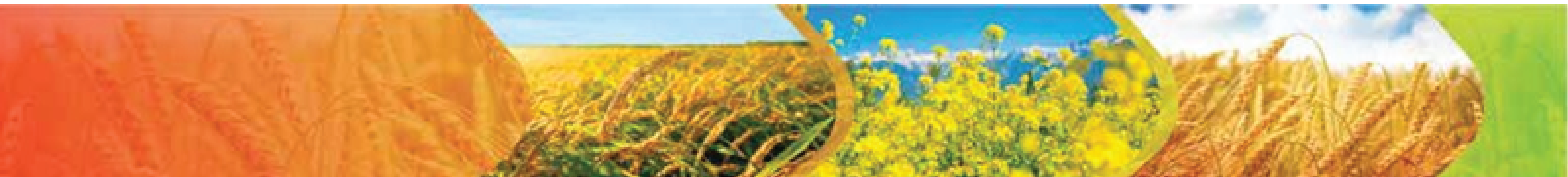

	২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৬৯৮.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩৬৯৮.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১১৬.৬৯% ।
৪।	প্রকল্পের নাম : ভূউপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫১১৪.৭৯ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : ২০০ কি.মি. খাল ও ৬০টি জলাধার পুন:খননের মাধ্যমে পানির আধার বৃদ্ধি, ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ২৩৩৪০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান ও ১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০% ।
৫।	প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ঔষধী ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৩৩.৮২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : বরেন্দ্র এলাকায় অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ওষধী ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৪১৫০০০টি অপ্রচলিত ফলের চারা ও ২০০০ কেজি অপ্রচলিত ফসলের বীজ বিনামূল্যে প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৩৩৪.৬৮৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৯১%); ভৌত অগ্রগতি : ১০৩.৯৬%
৬।	প্রকল্পের নাম : ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প (বিএমডিএ অংশ); প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪১.২২ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ ও সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও ফসলের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ। ২০২১-২২ অর্থবছর : সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১৯.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১৮.৬৪ লক্ষ টাকা (৯৮.১১%);; ভৌত অগ্রগতি: ১০০% ।

মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ১৫১.৩৮ কোটি টাকা, ব্যয় ১৫০.৯৮৬ কোটি টাকা (৯৯.৭৪%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

(চ) রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি : ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কোন কর্মসূচি কর্তৃপক্ষে বাস্তবায়িত হয়নি।

(ছ) পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট ব্যয় : কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয় হতে ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে।

(জ) অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি : নেই।

(ঝ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

১) ১টি পানি সংরক্ষণ কাঠামোসহ (ক্রসড্যাম) ৮৯ কিমি. খাল, ২৪৩টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ১টি বিল পুন:খননপূর্বক অতিরিক্ত প্রায় ১৫৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত প্রায় ৫.৩০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

২) ৪৪টি পাতকুয়া খনন ও প্রায় ১৭৬ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলনপূর্বক প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, সরিষা, মসুর, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষ ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার।

৩) সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে পুন:খননকৃত খাল, পুকুর ও নদীর পাড়ে বিদ্যুৎ চালিত ৪৭টি ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত ৬৩টি মোট ১১০টি এলএলপি স্থাপন ও প্রায় ২৯০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান। ৬৩টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপিতে প্রায় ০.৯৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা।

৪) খননকৃত খাল ও পানি নিষ্কাশন নালায় ৯টি ফুটওভার ব্রীজ ও ১০টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণপূর্বক কৃষকের উৎপাদিত ফসল ঘরে নেয়াসহ বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে।

৫) অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ৯৩৬২৮টি ফলের চারা রোপণ ও ৫০০ কেজি ফসলের বীজ সরবরাহপূর্বক কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসলের বাণিজ্যিক চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, বাৎষরিক আয় বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং সার্বিকপুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তাকরণ।

(ঞ) উপসংহার

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ অতিব জরুরি। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে উক্ত কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে আসছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল পুন:খনন করে সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে বিধায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সেচকাজে ৩০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালের রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে বিএমডিএ কর্তৃক সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরবর্তীতেও এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ট) নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের ওপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল (১৬টি) জেলায় ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনাসহ উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার খননকৃত খালপাড়ে স্থাপিত সৌরচালিত এলএলপি

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় খননকৃত মরাতিস্তা খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

নাটোর জেলার বরাইগ্রাম উপজেলায় খননকৃত পচাবড়াল খালের পানির বহুবিধ ব্যবহার

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় বনগ্রাম দীঘিতে স্থাপিত সোলার এলএলপি

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

রংপুর জেলায় পীরগাছা উপজেলায় নবনির্মিত জোন দপ্তর ভবন

পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় খননকৃত শালমারা খাল পরিদর্শন